International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-X, November 2016, Page No. 27-34
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বাউল দর্শন : কর্মে ও অনুভবে

সুজিত কুমার মণ্ডল
ড. সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বোলপুর কলেজ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Indian Philosophical approach we can see the orthodox and heterodox schools of Philosophy, but never been seen Baul as a Philosophical system though it demands a great philosophical discussion. Most of the Indian Philosophers dealt a lot about conventional Philosophy and never discussed about any unconventional philosophy like Baul, Faquir etc. Bauls are a group of wandering mystic minstrels of Bengal. The main fragrance of Baul lies in their free spirited lifestyle. They do not believe in God, or any types of rules and regulations of the orthodox Philosophy or any types of religion. They uphold that the human body is the highest in manner. Bauls are wandering musicians; from the very beginning they are famous for their unconventional life-style and a different approach to religion. In this paper I want to highlight this unconventional philosophy of Baul and their life-style which has followed by different approach of life.

ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম ও ধর্মসাধনার পীঠস্থান। বিচিত্র সাধনতত্ত্ব ও সাধনজীবনে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ। সাধনজীবনের দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি দিক জীবনকে পরিত্যাগ করে। অদ্বৈতের সাধন পদ্ধতিকে এই দিকে ফেলতে পারি, আর এখানে জন্ম নেয় মায়াবাদ, নির্বাণবাদ ইত্যাদি। এবং আর একটি দিক জীবনকে কেন্দ্র করে। এখানে বাউল, বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতি তত্ত্বের জন্ম হয়। জীবনের সহজ রসের মধ্যে বাউল, বৈষ্ণব ইত্যাদির সাধনার জন্ম।

বাউল দর্শন প্রাচীন ভারতের চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনজাত। জাত-পাত, ধনি-গরীব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসার মন্ত্র বাউল দর্শন। সাম্যবাদী, মানবপ্রেমী, সংসারবিবাগী বাংলার এক সাধক সম্প্রদায় বাউপ পদবাচ্যে ভূষিত। সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র, বৌদ্ধ সহজিয়া সুহি ও বৈষ্ণব সহজিয়ার সমন্বয়ে এই দর্শনের উদ্ভব। বাউল দর্শন বস্তু নির্ভর। এই দর্শন সকল প্রকার ভাবাবেগ ও কূপমন্ডুকতার ঊর্দ্ধে। এরা মানবতাবাদে বিশ্বাসী। বাউল মতে সম্পূর্ণভাবে লোকজীবন থেকে উৎসারিত। কুসংস্কার বা সম্প্রদায়গত বিভেদ বাউলকে স্পর্শ করে না। 'মানুষতত্ত্ব' হল বাউলদের সাধনতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য। ঈশ্বর, শাস্ত্র, পরলোক, জন্মান্তর ইত্যাদিকে বাউলরা অগ্রাহ্য করে। মানবতাবাদী এই দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক পরিচয় ঘটেছিল।

মধ্যযুগের অন্যান্য সাধক সম্প্রদায়ের মত বাউল সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের বাইরে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট কোন পেশাও নেই। অর্থাৎ সামাজিক ধনোৎপাদনে তাঁদের কোন অংশ নেই; নেই কোনরূপ সামাজিক দায়-দায়িত্ব বা বন্ধন। সমাজকে তাঁরা অস্বীকার করেন; ... সমাজের দাবী তাঁরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশ্য, এই প্রত্যাখানের পশ্চাতে গভীর দুঃখবোধ, সামাজিক ভেদ-বিচারের নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান ছিল, তা বলাইবাহুল্য।[১]

এখন 'বাউল' শব্দটির অর্থ নিয়ে আলোচনা করা যাক- 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে পন্ডিতেরা নানা রকমের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণভাবে 'বাউল' শব্দের অর্থ উদাস ভাব। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ধর্ম-বর্ণ বাউলরা এসবের ঊর্দ্ধে। বাউলরা সর্বদা আত্মমগ্ন। বাইরের জগতের কোন প্রভাব এদের উপর পড়ে না। এদের ভাবনা চিন্তা নিজেকে নিয়েই। এরা হচ্ছে ভাবের পাগল। কেউ কেউ বলেন হিন্দি 'বাউর' শব্দ থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি। বাউর শব্দের অর্থ পাগল। আবার অনেকে সংস্কৃত ব্যাকুল ও বাতুল শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব বলে মনে করেন। বাতুল বা ব্যাকুল শব্দের অর্থও পাগল। আবার কেউ কেউ দীন-দুঃখী, উলঝুল, একতারা বাজানো লোকেদেরকে উপহাস করে বাতুল বলতো। এই বাতুল শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব। ড. বজেন্দ্রলাল শীল ধাউল শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন। আরবি 'ধাউলিয়া' শব্দ থেকে 'ধাউল' শব্দটি উদ্ভুত।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে প্রথম 'বাউল' শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

'মুকুল মামার ঢুলে ন্যাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।... [২]

চৈতন্য চরিতামৃতে মাত্র চারটি পংক্তিতে পাঁচবার বাউল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল,
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউল কহিল কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।[৩]

বাউল একটা বিশেষ সম্প্রদায়। একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নির্দেশ করতেই বাউল শব্দের ব্যবহার হয়। এদের উৎপত্তি আনুমানিক প্রায় এক হাজার বছর। এদেরকে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয় কারণ এরা কোন ধর্মকেই আদর্শ বলে মনে করে না। এরা আপন ভোরে বিভোর থাকে। বাউলরা দেব-দেবী, পূজো, আচার, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা কিছুই মানে না। এরা এইসব কিছুর ঊর্দ্ধে। এদের কথা-বার্তা, পোষাক-আশাক, আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের থেকে একটু আলাদা।

বাউল মত জানার জন্য লিখিত কোন পুঁথি, গ্রন্থ, দলিল পাওয়া যায় না। 'লোচন দাসের 'বৃহৎ নিগম' গ্রন্থ ও পঞ্চানন দাসের কিছু পুঁথি এবং বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাহিত্যের পুঁথির মধ্যে বাউল তত্ত্বের সন্ধান মেলে, তবে লোচন দাসের 'বৃহৎ নিগম' গ্রন্থকেই বাউলরা তাদের প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসাবে মনে করে।'[৪]

বাউলদের আচরণগত তত্ত্বীয় বক্তব্য গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বাউল একধরণের লৌকিক সাধনা। নানা মত ও পথের সংমিশ্রণে এই মরমি এবং মানবতাবাদী সাধন তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে। সাধারণত বাউলরা রাগপন্থী। মিথুনাত্মক যোগ সাধনই বাউল পদ্ধতি। বাউলদের কাছে মানুষের দেহ হল বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতীক স্বরূপ। 'মনের মানুষ' বাউলদের কাছে প্রতিকী ব্যঞ্জনা। সারা জীবন ধরে তাঁরা 'মনের মানুষ' খোঁজার চেষ্টা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন 'মনের মানুষ' রূপী আরাধ্য দেবতা মানুষের দেহেই অবস্থান করেন।

বাউলদের সাধনায় মুর্শিদ বা গুরুর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। "বাউলরা বলেন : 'ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার।' এদের কাছে গুরুর নির্দেশ দুই রূপে। এক হচ্ছে মানুষ রূপী গুরু এবং দুই স্রষ্ঠারূপী গুরু। তাদের তত্ত্ব হচ্ছে মানুষ গুরুর মাধ্যমে পরম গুরুর সন্ধান করা। তাঁরা বলেন

গুরু রূপ ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জনিত করে।।"[৫]

বাউলদের সাধনায় সীমা-অসীমের সম্পর্ক ঘুরে ফিরে আসে। প্রেম সাধনার দ্বারা তারা অসীমকে আহ্বান জানায়। এদের সাধনার মৌল বিষয় হচ্ছে সমাজের প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা করে তাঁরা সরাসরি স্রষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে মানুষের সঙ্গে স্রষ্ঠার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মোটকথা তাঁরা সমাজের প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেন। লালন শিষ্য দুদ্দু সাহ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর প্রতি অসরতার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন একটি গানের মাধ্যমে—

মুহম্মাদের জন্ম যদি হতো এ দেশে।
বেহেশতের কোন ভাষা হতো, বলতে এসে।।
হিব্রুতে ইঙ্গিত তাওরাত,
আবেস্ত ভাষায় 'খোদার' মত,
সংস্কৃতে বেদান্তের বয়েৎ
লেখা আছে সবিশেষ।।
কেন কূপমন্ডুক হও রে ভাই
হিসেব করে বোঝ সবাই
খোদার সত্তার কোথাও খোঁজ নাই,
অধীন দুদ্দু ভেবে বলে।।[৬]

দুদ্দু সাহের এমন প্রাগমর বক্তব্য গানের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

বাউল দু প্রকার, গৃহী ও বৈরাগী। বৈরাগী বলতে অবশ্য সন্ন্যাসী বোঝায় না, বাউলেরা আনন্দের জোয়ারে গৃহের বাঁধন ভাসিয়ে দিতে চান। বাউলের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নাই। এদের সাধনা হল মানুষের সাধনা। বাউল সাধকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। এদের সাধনা হল প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের মধ্যে দিয়ে নিজের আনন্দের উপলব্ধির সাধনা। মুসলিম ফকির, হিন্দু বাউল এবং বৈষ্ণব রসিক এদের সকলেই একতত্ত্বে বিশ্বাসী, এদের সাধন পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারও এক রকমের।

বাউলরা দেহের মধ্যে নিজের স্বাধীন সত্তার রূপকল্প নির্মাণ করে তার অন্বেষণ, স্বরূপ উপলব্ধি ও একাত্ম হওয়ার চেষ্টায় যে আনন্দ, তাকে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলে বাউল সাধকের জীবনব্যাপী সাধনা। বলা যায়, বাউল দর্শনের দেহাত্ববাদী চেতনায় প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক অনুশাসন থেকে মুক্তিকামী মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, যা সমকালীন পরিস্থিতিতে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে ধর্মবোধের মধ্যে। মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ধর্মপ্রত্যয় বিদ্যমান সমাজের অবহেলা বঞ্চনা অবমাননার বিরুদ্ধে তাঁদের সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছে, বিকল্প জীবনচর্যা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রেরণা যুগিয়েছে। সমাজপতিরা একদিকে বর্ণপ্রথা সামাজিক বঞ্চনাকে অব্যাহত রেখেছে, অন্যদিকে বাউল সাধকের কাছে তাঁর নিজস্ব ধর্মপ্রত্যয় ধরা দিয়েছে Sigh of oppressed হিসাবে।[৭]

বাউল গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, বাউলদের প্রেম প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক, প্রাকৃত দেহোৎপন্ন আকর্ষণ হইতে উদ্ভুত, দেহের উর্ধ্বগত এক আত্মবিস্মৃতিময় অনুভূতি। ইহা একান্ত মানবিক। দেহের বাহিরে বাউলদের কোনো সাধনা নাই। তাহারা অনুমান মানে না, তাহাদের সমস্তই বর্তমান। এই স্থুল মানব-দেহকে এত অমূল্য সম্পদ বলিয়া আর কেহ মনে করে নাই। দেহকে অবলম্বন করিয়াই এই প্রেম লাভ করিতে হইবে। কাম হইতেই এই প্রেমের উদ্ভব। বহু বাউল গানে এই কথার উল্লেখ, আভাস ও ইঙ্গিত আছে। যেমন,

বলব কি সে প্রেমের কথা,
কাম হইল প্রেমের লতা,
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা

নাই রে আগমন।।
পরমগুরু প্রেম-পিরিতি,
কাম-গুরু হয় নিজপতি,
কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি,
তাই ভাবে লালন।।[৮]

বাউলরা বলেন মানব দেহই সব তত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তি। দেহই হল সকল জ্ঞান ও কর্মের উৎস, দেহেই কৈলাস-বৃন্দাবন, দেহই মক্কা-মদিনা। মানবত্মার মধ্যেই পরমাত্মা, আলেক সাঁই বা মনের মানুষের অধিষ্ঠান। বাউলরা বলেন নিজের মধ্যেই যেহেতু পরমসত্তার ঠাঁই, সুতরাং পরমসত্তাকে জানতে হলে প্রথমেই নিজেকে জানতে হবে। সসীম আমির মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে অসীম আমি বা অসীম সাঁইকে। তাঁরা বলেন প্রেম মিশ্রিত অপরোক্ষ অনুভূতি বা সত্তার মাধ্যমেই ঐশীজ্ঞান লাভ করা যায়। একান্তিক সাধনার মাধ্যমে বাউলরা পেরিয়ে যান জগত এবং উপনীত হন এমন এক তন্ময়াবস্থায় যেখানে যেখানে তিনি পরমসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। রূপ থেকে স্বরূপে উত্তরণের জন্য বাউলেরা 'আরোপ' সাধনা করেন, এবং পরিণামে লাভ করেন লোকাত্তীর্ণ স্থায়ী আনন্দ। বাউলরা এই অবস্থার নাম দিয়েছেন 'জ্যান্ত-মরা'

সহজ মানুষের ধারা
ধারা ধরতে হবে জ্যান্ত-মরা পাগল পারা,
তায় ধরতে গেলে মরে পড়ে নয়ন মুদে রও।[৯]

অসীম ও সসীমের মিলনের চূড়ান্ত অবস্থাকে বৈষ্ণবেরা বলে কৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধার আত্মদর্শন। সুফিরা এই অবস্থার নাম দেন ফানাফিল্লাহ এবং চৈতন্যদর্শনে এই অবস্থার নাম "মুই সেই মুই সেই"। এদের সকলের জন্য আপাত পার্থক্য হয়তো আছে কিন্তু সকলেরই মূল সুর এক।

বাউল সম্রাট লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) এর মতে, মানুষে এসেন্স বা অন্তসার দেহের মধ্যেই বর্তমান। মানবাত্মা ও পরমাত্মার কোন ভেদ তিনি স্বীকার করেননি। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে মানুষের দেহেই খুঁজে পাওয়া যায় পরমস্রষ্টা ঈশ্বরকে। দেহ সাধনের মধ্যে দিয়ে খুঁজতে হয় বিশ্ববিধাতাকে। এই প্রসঙ্গে লালনের সেই বিখ্যাত গান

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমন আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।
আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তাহার উপর আছে সদর-কোঠা
আয়না মহল তায়।।
মন তুই রইলি খাচার আশে
খাঁচা যেতো তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখি কোনখানে পালায়।[১০]

লালনের এই মতের সঙ্গে দার্শনিক প্লেটোর মিল পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে জড় দেহ হল আত্মার পিঞ্জর, দেহ বিনাশের সাথে আত্মা দেহ মুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের গলাতেও ঐ একই সুর শোনা গিয়েছিল—

সীমার মাঝে, অসীমা তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।[১১]

সৃষ্টির মধ্যেই বর্তমান পরমস্রষ্ঠার সত্তা। সৃষ্টি বিনা স্রষ্টা শূন্য। অজ্ঞতার আবরণ উন্মোচন করে মানুষ যখন জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে তখন অসীম সত্তা ও সসীমসত্তার সব ভেদ বিলীন হয়ে যায়, আর তখনই মানুষ পরমসত্তার অংশ হিসাবে নিজেকে বুঝতে পারে। লালনের একটি গানের মধ্যে সেই ভাবই প্রতিফলিত হয়েছে।

এই মানুষে আছে রে মন
যাদের বলে মানুষ রতন
এই মানুষে রঙ্গে-রসে বিরজ করে সাঁই আমার।
ক্ষেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যদি কোথায়?
আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।।[১২]

অন্যান্য বাউলদের মতো লালনের কাছে মানুষই ছিল প্রধান। চন্ডীদাসের সেই মহান বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"- এই বাণী প্রতিফলিত হয়েছে বহু গানে। এই রকমই একটি গান ট্ট

"এমন মানব আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভেবে।
অনন্তরূপ ছিষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।"[১৩]

হিন্দু, মুসলিম, সাধু-সন্ত নির্বিশেষে সকল মানুষ হল ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জনমত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বাউলদের মূল বক্তব্য। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন শাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। বিধানের চেয়ে বড় মানুষ। লালন সাহ, দুদ্দু সাহ, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, হাসান রাজা প্রমূখ বাউল জীবন অনুসরণ করে মানুষ সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দিলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি কমে যাবে একথা বলাই যায়।

বাউল কতকগুলি তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তত্ত্বগুলি হল— রূপ-স্বরূপতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি। এখন সংক্ষেপে এই তত্ত্বগুলি আলোচনা করব।

রূপ-স্বরূপতত্ত্ব: রূপ বলতে আমরা একটা আকারকে বুঝি, স্বরূপ হল যা আশ্রয় করে থাকে এবং রূপের অভ্যন্তরে যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে আমরা স্বরূপ বলি। বাউলরা সারাজীবন ধরে রূপ থেকে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়ার আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকেন। মানব-দেহকে আশ্রয় করে সাধন-ভজন করে তাঁকে অর্থাৎ স্বরূপকে উপলব্ধি করাই চরম লক্ষ্য। দেহের মধ্যে তারা ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করে। তারা প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত করে দেহের মধ্যেই পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

বাউল গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সুন্দর ভাবে রূপ-স্বরূপের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন— জগতের পুরুষ ও নারীর যে 'রূপ', তাহা তাহাদের বাহিরের 'রূপ'। এই 'রূপ' বা বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া

তাহার অভ্যন্তরে যে উহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব, তাহাই 'স্বরূপ'। এই দৃশ্যমান, স্থূল, প্রাকৃত 'রূপ'-এ পুরুষ, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ কৃষ্ণ, আবার প্রত্যেক নারী 'রূপ'-এ নারী, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ রাধা। নর-নারী যখন রূপের মধ্যে দিয়া তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নর-নারীর মিলন হইবে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য প্রেম-লীলা, মর্ত্যের প্রাকৃত প্রেম-মিলন হইবে নিত্য, বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের সহজ-লীলা। তিনি চন্ডীদাসের একটি পদ উল্লেখ করে বলেছেন—

ছাড়ি জপ তপ সাধহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
স্বরূপে আরোপ যার রসিক নগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।[১৪]

রূপকে আশ্রয় করে স্বরূপের সাধনাই বাউল ও বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সাধনা।

গুরুতত্ত্ব : যে সব ধর্মে জ্ঞান বা দর্শন অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্য বেশি, সেই সব ধর্মে গুরুর প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বাউল, সহজিয়া সাধনা গুরুমুখী সাধনা। বাউল সাধনা পদ্ধতি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ নেই, তাই গুরু বা মুরশিদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়। বাউলরা গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। গুরুকে বাউলরা দুই রূপে দেখে। এক, মানব-গুরু-রূপে এবং দুই, পরমতত্ত্ব-রূপে। বাউল গানে দুই রূপেরই সন্ধান মেলে। মানব-গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে পরম-গুরুর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। গুরু বা মুরশিদ-ই তাদের শিষ্যদেরকে সঠিক সাধন পথে পরিচালিত করেন। লালন ফকিরের একটি গানে সেই সন্ধানই পাই—

"মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।
মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা;
কোরো না দেলে দ্বিধা,
যে হি মুরশিদ সে হি খোদা।
বোঝ 'অলিয়ম মরশেদা'
আয়েত লেখা কোরানেতে।।
আপনি খোদা আপনি নবি,
আপনি সেই আদম ছবি,
অনন্তরূপ করে ধারণ;
কে বোঝে তার নিরাকরণ,
নিরাকার হাকিম নির ন,
মুরশিদ-রূপে ভজন-পথে।।"১৫

মানুষতত্ত্ব : 'মানুষতত্ত্ব' হল বাউলদের সাধনতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে অবস্থিত আত্মা বা পরম সত্তাকে বাউলরা 'মনের মানুষ' বলে অভিহিত করেন। এই মনের মানুষকে তারা কখন মানুষ, অধর মানুষ, সহজ মানুষ, আলেখ মানুষ, সোনার মানুষ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করেন। এই মনের মানুষ বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের দেহে অবস্থান করে। লালনের একটি গানে সেই ভাব ফুটে উঠেছে—

এই মানুষ সেই মানুষ আছে।
কত মুনিঋষি চারযুগ ধ'রে বেড়াচ্ছে খুঁজে।।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে হাত কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
আলেখে ব'সে।[১৬]

এই মনের মানুষকে বাউলরা সারাজীবন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রসতত্ত্ব : বাউল সাধনা হল রসের সাধনা, জ্ঞানের বা কৃচ্ছের সাধনা নয়। এই জন্য বাউলরা নিজেদের অনুরাগী বলে পরিচয় দেয়। বাউলরা রস উপলব্ধির মাধ্যমেই জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। একটি বাউল গানে সেই ভাব লক্ষ্য করি—

'অনুরাগ লইলে কি সাধন হয়
ভজন সাধন মুখের কর্ম,
ঐ দেখ তার সাক্ষী চাতক হে,
অন্য বারি খায় না সে।
আবার
মরি রাগে অনুরাগের বাতি
জ্বালগে নিজ ঘরে,
কোন্ ধামেতে আছে মানুষ
চিনে নেও গে তারে।[১৭]

তথ্যসূত্র :

১। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ- ১৮৪
২। বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, শ্রী সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত) পৃঃ - ১
৩। অন্ত্যলীলা, পৃষ্ঠা- ১৯, বাংলার বাউল ও বাউল গান, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৪০ থেকে উদ্বৃত।
৪। বাংলার বাউল ও বাউল গান, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ২৯০
৫। বাংলার বাউল, ড. আব্দুল ওয়াহাব, পৃঃ- ১১১
৬। ঐ, পৃঃ- ১২৫
৭। বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব, বিকাশ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা- ৫
৮। বাংলার বাউল ও বাউল গান, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৮২-৮৩
৯। বাঙালির দর্শন : প্রাচীনকাল ও সমকাল, ড. আমিনুল ইসলাম, পৃঃ- ২৮
১০। বাংলার বাউল ও বাউল গান, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৫৯৯
১১। গীতাঞ্জলী, ১২০ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮০
১২। বাঙলার বাউল, সুফি সাধনা ও সংগীত, ড. আব্দুল ওয়াহাব, পৃঃ- ১৩৬
১৩। বাংলার বাউল ও বাউল গান, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৫৪৭
১৪। ঐ, পৃঃ- ৩৬০-৬১
১৫। ঐ, পৃঃ- ৫৮৬-৮৭
১৬। ঐ, পৃঃ- ৫৭৬-৭৭
১৭। বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, শ্রী সনৎ কুমার মিত্র, পৃষ্ঠা- ২৮

ঋণস্বীকার :

১। ইসলাম, ড. আমিনুল, বাঙালীর দর্শন-প্রাচীনকাল থেকে সমকাল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪।
২। ওয়াহাব, ড. আব্দুল, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ- ২০১১।
৩। চক্রবর্তী, বিকাশ, বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩।
৪। চক্রবর্তী, সুধীর, সম্পাদিত, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৯।
৫। নিয়গী, গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ১৪২০।
৬। পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ- ১৯৯৯।
৭। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, চতুর্থ সংস্করণ- ১৪২২।
৮। মুখোপাধ্যায়, ড. কাঞ্চনকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথের 'আমি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১০।
৯। রায়, মণি, মানব ধর্ম, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫।
১০। রায়, অন্নদাশঙ্কর, লালন ফকির ও তাঁর গান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ- ১৪১৮।
১১। Das, Baul Samrat Purna & Thielemann, Selina, Baul Philosophy, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi, 2003.